প্রসঙ্গঃ রাজনীতিবিদদের আরবদেশ ভ্রমন

জাহিদ

jahid_humanist@yahoo.com

প্রতিটি নির্বাচনের আগে আমাদের দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা নেত্রীদেরকে দেখা যায় তারা হজ্জপালনের উদ্দেশ্যে সৈদি-আরব যান। হজ্জ থেকে আসার পর হাসিনা-খালেদাদের মাথায় স্কার্ফ ওঠে, হাতে ওঠে তজবিহ। কিন্তু তাদের প্রধান উদ্দেশ্য যে পোশাক বদলের মাধ্যমে ভোট পাওয়া, তা বুঝতে বাকি নেই সাধারণ পাবলিকেরও। আমাদের 'বিশ্ববেহায়া' হু মু এরশাদ সাহেব যে কিছুদিন আগে বিদিশাকে নিয়ে এত কান্ড কারখানা করলেন, তারপরে মেকাপ পরিবর্তনের জন্যে বেক-টু- দ্যা প্যাভেলিয়ন সেই 'সৌদি-আরব' । 'সৌদি-আরব' যেন হয়ে উঠেছে রাজনীতিবিদদের মেকাপ রুম। ওমরাহ হজ্জ পালনের জন্যেও এই নেতা নেত্রীরা বিভিন্ন সময় সৈদি-আরব যান, সংগে আবার থাকে ছেলের বৌ, মেয়ের জামাই, নাতি নাতনি, পাইক-পেয়াদাদের বিশাল বহর। এদের খরচ কোথায় থেকে আসে !!?? উনারা হয়তো বলবেন, 'কেনো আমাদের নেতার রেখে যাওয়া ভাংগা সুটকেস আছে না, তাছাড়া এতো গুলো ব্যাংক আছে কি করতে!!?? জনগণ না হয় কিছু কষ্ট স্বীকার করল,আমাদের নেতা-নেত্রীরা না হয় জনগনের টাকায় আরব দেশে গিয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যে কষ্ট করে দৌড়া দৌড়ি করে,পাথরে চুম্বন করে পুরাতন পাপ মোচন করে নতুন পাপের জন্য তৈরি হবেন!

হজ্জ থেকে আসার পর আমাদের এমপিরা নামের সাথে যুক্ত করেন হাজ্বী টাইটেল। এই টাইটেল লাগাবার সাথে সমাজে বাড়ে তাদের প্রতিপত্তি, সেই সাথে অপকর্ম। হাজ্বী সেলিমরা হজ্বের যাবার আগে দখল করেন অন্য লোকের বাড়িঘর,আর হজ্জ থেকে এসে দখল করেন বুড়িগঙ্গা। ৭১'এর ঘাতক দালালারাও সৌদি-আরব যান। তবে এরা নিজেদের মেকাপ নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নয়।৭১' পরবর্তি সময়ে দাঁড়ির আকৃতি বড় করে নিজেদের পিষাচ রুপটি ওরা ভালোভাবেই ঢেকে রাখেছে। এখন ওরা আরব দেশে যায় মাদ্রাসা চালাবার জন্য আর টাকা আনতে, আর সেই সব মাদ্রাসার কাঠমোল্লারা জঙ্গি প্রশিক্ষন নেয়,এখানে ওখানে বোমা ফাটায়। তৈরি হচ্ছে নব্য বাংলা ভাইয়েরা। এরা বাংলাকে আফগান বানাবার স্বপ্ন দেখে।

একটি কৌতুক শুনা যাক -

''একজন রোগী তার মস্তিষ্ক স্হানান্তরের জন্য ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তাকে ২ ধরনের মস্তিষ্ক দেখান। প্রথম ধরনেরটি একজন বিজ্ঞানীর, যেটির দাম ১০০০ টাকা। ডাক্তার রোগীকে আরও একটি মস্তিষ্ক দেখালেন যা একজন রাজনিতীবিদের,কিন্তু এর দাম ১০০০০০ টাকা।রোগী অনেকটা অবাক হয়ে ডাক্তারের কাছে জানতে চাইল,'তবে কি রাজনিতীবিদের মস্তিক বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কের চেয়ে বেশী ভালো'?
ডাক্তার বলে উঠলেন, না আসলে তা নয়। রাজনীতিবিদের মস্তিষ্ক আসলে কখনও ব্যবহার করাই হয় নি''।

বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা অবশ্য তাদের মস্তিষ্ক ভালো ভাবেই ব্যবহার করে থাকেন। তবে তা শুধু নিজেদের ভাগ্যের উন্নতিতে ব্যবহার করেন,দেশের স্বাথে র্নয়।

সৌদি আরব থেকে আসবার পর যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তারা ঐখানে কি করলেন তবে তারা জবাব দেন,তারা দেশ ও জাতির বৃহৎ কল্যাণের স্বাথে ´দোয়া করছেন। কিন্তু তাদের ঐ দোয়া তাদের ব্যক্তি জীবনেই শুধু পরিবির্তন আনে, এই হতভাগ্য দেশের কোন পরিবর্তন আসে। তারা সুখে বসবাসের জন্য ন্যাম সম্মেলনের জন্যে তৈরি ফ্লাট পান,পান শুল্ক মুক্ত গাড়ি, আর নিবোর্ধ বাঙ্গালী এখানে ওখানে ক্রস ফায়ারে মরে,আবার কখনও পানিতে ডুবে মরে পায় ক্ষতিপূরন হিসেবে পায় ছাগল!!!

আমাদের মহান রাজনীতিবীদগনের কল্যাণে দেশে উন্নয়ননের জোয়ার , আর অন্যদিকে প্রতি বৎসর ভারতের পাহাড় থেকে নেমে আসা বন্যার পানির জোয়ার - এই দুই জোয়ারের কল্যাণে বাংলাদেশীরা কবে যে বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে যায় তাই এখন দেখার বিষয়। আসুন তার আগে এক কাজ করি আমরা সৌদি সরকারকে আনুরোধ করি তারা যেনো আমাদের আমাদের সব রাজনীতিবীদ গকে আরব দেশে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য নিয়ে যান, তাদের দেশ ত্যাগ করাই দেশের জন্য মঙ্গলজনক, তবেই যদি এই হতভাগ্য দেশের কোন পরিবর্তন আসে। আরো একটি কৌতুক শুনা যাক-

বাংলাদেশ বিমানে চড়ে গো আজম, হু মু এরশাদ, সা কা চৌধুরী ও শাহবুদ্দিন আহমেদ ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচিছলেন। হঠাৎ গো আজম বলে উঠলেন,'আমি যদি ১০০০০টাকা প্লেনের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেই তবে বাংলাদেশের ১ জন লোককে খুশি করতে পারব।' এরশাদ বলে উঠলেন,' আমি যদি ১০০০টাকা প্লেনের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেই তবে বাংললাদেশের ১০ জন লোককে খুশি করতে পারব। সা কা চৌধুরী বললেন,'আমি যদি ১০০টাকা প্লেনের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেই তবে বাংলাদেশের ১০০ জন লোককে খুশি করতে পারব'।
তাদের কথা শুনে শাহবুদ্দিন আহমেদ বলে উঠলেন,'আর আমি যদি আপনাদের ৩ জনকেই জানলা দিয়ে ফেলে দেই তবে বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষই খুশি হবে'।

এই কৌতুকের প্রেক্ষিতে পাঠকদের কাছে একটি প্রশ্নরেখে আমার কলামটি আমি শেষ করছি। আচছা ধরুন বাংলাদেশের সব রাজনীতিবীদদেরকে একটি বিশেষ বিমানে করে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বলা হলো তাদের অতীত কুকর্ম ও দূর্নীতি বিচার সাপেক্ষে যারা যারা বাংলাদেশের জন্যে ক্ষতিকর প্রমাণিত হবেন তাদের উঁচু থেকে নীচে ফেলে দেয়া হবে। আমার প্রশ্ন হলো সেই বিশেষ বিমানটি রানওয়েতে ফিরে আসবার পর কতজন রাজনীতিবীদ প্লেনে অবশিষ্ঠ থাকবে? আসলেই কি কেউ থাকবে!!?

মুক্ত মনাদের শুভেচ্ছা।

২৬ জুলাই, ২০০৫